সংবাদ

তারিখ 19 JUN 2010
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ঢাকা : শনিবার ৫ আষাঢ় ১৪১৭
Dhaka : Saturday 19 June 2010

সম্পাদকীয়

এমপিওভুক্তি নিয়ে যেন আর কোন নাটকীয়তা ও বিতর্কের সৃষ্টি না হয়

'এমপিও-পেল ১৬১২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' শিরোনামে একটি খবর ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। খবরটি ভাল এবং আমরা তাকে স্বাগত জানাই। তবে এ এমপিওভুক্তি নিয়ে যে নাটকীয়তা হলো এবং যে সময় ব্যয় হলো সেটি ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত। এতদসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিন দফায় চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এমপিওভুক্তির কাজটা হতে পারল তাতেই আমাদের স্বস্তি। খবরে বলা হয়েছে, নতুন ১৯০টি প্রতিষ্ঠানকে যোগ করে এবং ৬১টি প্রতিষ্ঠানকে বিয়োগ করে তিনবারের মাথায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) এমপিওভুক্তির তালিকা বুধবার চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রথম দফায় গত ৭ মে একটি নীতিমালা ধরে ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এটা নিয়ে বিতর্ক ওঠে। রাজনৈতিক চাপ ও দলীয়করণের যোগ-বিয়োগে না মেলায় এ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। যার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেই এমপিভুক্তিকে বাদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধানে আর একটি তালিকা তৈরি হয়। সেখানে নিয়মনীতি উপেক্ষা করে প্রধানত দলীয় বিবেচনায় তালিকা করা হয় বলে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সর্বশেষ এ তৃতীয় তালিকাটি তৈরি হয়েছে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দিয়ে দেয়া হয়েছে।

আমাদের দেশ যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কিংবা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ এক দফায় কখনোই চূড়ান্ত হতে আমরা দেখি না। এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রথম তালিকাটি শিক্ষা উপদেষ্টার করে দেয়া নীতিমালা অনুসরণ করেই করা হয়েছিল; কিন্তু শিক্ষা উপদেষ্টা এবং তার সহযোগীদের তাতেও আঁতে ঘা লেগেছিল। কারণটা কারও অজানা নয়। একাধিক সন্ন্যাসীর দ্বারা গাজন নষ্ট করার পর প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের প্রয়োজন পড়েছিল সবকিছু ঠিকঠাক করে নেয়ার জন্য। নীতিমালা অনুসৃত হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নিয়ে এত টালবাহানা হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক চাপ ও দলীয়করণের ব্যাপার ছিল বলেই এমপিওভুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়ে এতবার হাতবদল করা হলো। আমরা আশা করব, সর্বশেষ এ এমপিওভুক্তিতে আর কোন গলদ খোঁজা হবে না। আমাদের প্রত্যাশা, এ এমপিওভুক্তি কার্যকর হবে এবং নতুন গতিতে প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা বিতরণে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। এক্ষেত্রে আবার নতুন বিতর্কের সূচনা হোক– সেটি আমরা কামনা করি না। এমপিওভুক্তি হতে না পারা প্রতিষ্ঠান এবং তাদের স্থানীয় নেতাদের মধ্যে ক্ষোভ-অভিযোগ থাকতে পারে। এটা অস্বাভাবিক নয়। তাদের উচিত হবে পরবর্তী পর্যায়ের এমপিওভুক্তির জন্য নিজেদের প্রস্তুত ও যোগ্য করে তোলা। আমাদের শিক্ষা খাতে সরকারি সহায়তার সুযোগটি যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান লাভ করল তারা যেন আমাদের শিক্ষার আলোকবর্তিকাকে আরও উজ্জ্বল করতে পারে– আমরা সে কামনাই এখন করব।